রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ৩, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২২/০৩ ডিসেম্বর ২০১৫

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৫.৩০৫––শিক্ষাসচিব জনাব মো. নজরুল ইসলাম খান গত ১৯ জুন ১৯৮৩ তারিখে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদানপূর্বক সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ৩০ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে অবসর গ্রহণ করেছেন। চাকরিজীবনে তিনি মাঠপ্রশাসন এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ভূমি প্রশাসনের ওপর কয়েকটি বই লিখেন। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে ১৯৯৫ সালে জাতীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। তিনি ২০০৯-২০১২ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। সচিব হিসাবে তিনি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করেন। কর্মজীবনে জনাব মো. নজরুল ইসলাম খান অত্যন্ত সততা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে নিজেকে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। সরকারের নীতি ও কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে তিনি নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বিঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয়। সরকারের সচিব হিসাবে তাঁর দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতা প্রশংসার দাবিদার।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

২। দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য জনাব মো. নজরুল ইসলাম খানকে ধন্যবাদ জানিয়ে, তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে এবং সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরও তিনি দেশের সেবায় নিয়োজিত থাকবেন মর্মে আশা প্রকাশ করে মন্ত্রিসভার ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২২/৩০ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উল্লিখিত প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মন্ত্রিসভার ধন্যবাদ প্রস্তাব

ঢাকা: ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২২ / ৩০ নেভম্বর ২০১৫

শিক্ষাসচিব জনাব মো. নজরুল ইসলাম খান গত ১৯ জুন ১৯৮৩ তারিখে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদানপূর্বক সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ৩০ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে অবসর গ্রহণ করেছেন। চাকরিজীবনে তিনি মাঠপ্রশাসন এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ভূমি প্রশাসনের ওপর কয়েকটি বই লিখেন। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে ১৯৯৫ সালে জাতীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। তিনি ২০০৯-২০১২ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। সচিব হিসাবে তিনি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করেন। কর্মজীবনে জনাব মো. নজরুল ইসলাম খান অত্যন্ত সততা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে নিজেকে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। সরকারের নীতি ও কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে তিনি নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বিঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয়। সরকারের সচিব হিসাবে তাঁর দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতা প্রশংসার দাবিদার। দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মন্ত্রিসভা জনাব মো. নজরুল ইসলাম খানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করছে। মন্ত্রিসভা আশা প্রকাশ করছে যে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরও তিনি দেশের সেবায় নিয়োজিত থাকবেন।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ড. মহিউদ্দীন আহমেদ (উপসচিব), উপপরিচালকের দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd.